International Theatre Institute ITI
World Organization for the Performing Arts

বিশ্ব নাট্যদিবস : বাণী

২৭ মার্চ ২০২৩

সামিহা আইয়ুব, মিশর

আমার বান্ধব দুনিয়ার সকল নাট্যশিল্পী,

বিশ্ব নাট্যদিবসের এই বাণী লিপিবদ্ধ করার সময় আমি আনন্দে আপ্লুত বোধ করছি – একই সাথে আমরা সকলে – নাট্যশিল্পী ও অপরাপর শিল্পসাধক – আজকের বিশ্ব পরিস্থিতিতে যে উদ্বেগ ও চাপের মধ্যে রয়েছি সেই ভাবনায় শিহরিত হচ্ছি। সংঘাত, যুদ্ধ ও জলবায়ু দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট অস্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে আমরা চলছি, যা কেবল বাস্তব জীবন নয়, আমাদের আত্মিক ভুবন ও মানসিক শান্তিকেও বিপর্যস্ত করছে।

আমি যখন আপনাদের সাথে কথা বলছি তখন মনে পড়ছে বিশ্ব যেন হয়ে উঠছে খণ্ড খণ্ড দ্বীপ, অথবা বলা যায় চরাচর আবৃত করা কুয়াশায় পথ খুঁজে ফেরা সেইসব জাহাজ, যারা পাল খাটিয়ে ভেসে চলছে কোনো দিক নির্দেশনা ছাড়া, তীরের রেখা খুঁজে পাওয়ার মতো সূত্রহীন। তা' সত্ত্বেও উত্তাল সমুদ্রে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার পর নিরাপদ বন্দরে পৌঁছবার আশায় অব্যাহত রয়েছে তাদের ভেসে চলা।

আমাদের পৃথিবী আগে কখনো একে অপরের সঙ্গে এতো ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল না, তবে একই সময়ে আর কখনো পরস্পর থেকে এতো দূরবর্তী ও বেসুরো ছিল না। এখানেই নিহিত রয়েছে নাটকীয় প্যারাডক্স বা কূটাভাস যা সমকালীন বিশ্ব আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। তথ্যের প্রবাহ ও আধুনিক সংযোগ ব্যবস্থা সকল ভৌগোলিক বাধা ঘুচিয়ে যে সম্মিলন তৈরি করেছে তা' সত্ত্বেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি সংঘাত ও উত্তেজনা যুক্তির সকল সীমা ছাপিয়ে যাচ্ছে এবং দৃশ্যত এই সংযোগের মধ্যে বিরাজ করছে মৌলিক ফারাক যা মানবের মূল সত্তার সাথে তৈরি করছে বিশাল দূরত্ব।

থিয়েটার হচ্ছে বিশুদ্ধ মানবিক ক্রিয়া যার ভিত্তি মানবতার সারসত্তা, যা হচ্ছে জীবন। পথিকৃৎ মহান নাট্যজন কনস্টানটিন স্টানিস্লাভ্স্কি বলেছিলেন, "পায়ে কাদা মেখে কখনো নাট্যগৃহে প্রবেশ করো না। ধুলো-ময়লা বাইরে রেখে আসবে। তোমার যাবতীয় দুশ্চিন্তা, ঝগড়া-ফ্যাসাদ, বিবিধ সমস্যা পরিধেয় ওভারকোটের মতো দরজায় জমা দিয়ে আসবে – যা কিছু তোমার জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে এবং শিল্প থেকে মনোযোগ দূরে সরিয়ে দেয়, সেসব রেখে আসবে বাইরে।"

আমরা যখন মঞ্চে অবতীর্ণ হই, আমরা নিজেদের একটি মাত্র জীবন নিয়ে অপর এক মানুষের সত্তা ধারণ করি, তবে এই জীবনের বিশাল ক্ষমতা রয়েছে অনেক জীবনে রূপান্তরের, যা আমরা সবার সামনে মেলে ধরি যেন তা সজীব হয়ে ওঠে, সুবাস বিতরণ করে আর সবার প্রাণে।

নাটকের ভুবনে আমরা যা করি, নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা, দৃশ্য-পরিকল্পক, কবি, সঙ্গীতকার, কোরিওগ্রাফার, কলাকুশলী, ব্যতিক্রমহীনভাবে আমরা সবাই এমন জীবন সৃজন করি যা আমাদের মঞ্চাবতরণের আগে অস্তিত্ববান ছিল না। এই জীবন দাবি করে মমতাময় হাত যা ধারণ করবে, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ বুক যা আলিঙ্গন করবে, করুণাময় হৃদয় যা সহানুভূতিশীল হবে এবং ধীমান মানস যা চলবার ও বাঁচবার কার্যকারণ যোগাবে।

আমি অতিশয়োক্তি করছি না যখন বলি, আমরা মঞ্চোপর যা কিছু করি তা' স্বয়ং হচ্ছে জীবনেরই ক্রিয়া এবং তা' গড়ে ওঠে শূন্য থেকে, যেমন অন্ধকারে জ্বলে অঙ্গার, দূর করে রাতের আঁধার, শীতলতায় আনে উষ্ণতা। আমরা হচ্ছি সেই মানুষেরা যারা জীবনে বৈভব বয়ে আনে, এর রূপায়ন ঘটায়। আমরা জীবনকে করি স্পন্দমান ও অর্থময়। আমরা যোগাই জীবনোপলব্ধির সহায়। শিল্পের আলোকমশাল হাতে আমরা মোকাবিলা করি অজ্ঞতা ও উগ্রতার অন্ধতা। আমরা সেই জীবনদর্শন বরণ করি যা এই পৃথিবীতে জীবনের প্রসার ঘটায়। সেজন্য আমরা আমাদের প্রয়াস, সময়, ঘাম, অশ্রু, রক্ত ও দেহ– সবকিছু বিলিয়ে দেই এই মহান অর্জনের জন্য, রক্ষা করতে সত্য সুন্দর ও সৌন্দর্য এবং সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করি যে, জীবন জীবনের জন্য।

আজ আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি, নিছক কিছু বলবার জন্য নয়, এমনকি সকল শিল্পের পিতৃসম 'থিয়েটার'-এর বিশ্ব দিবস উদযাপনের জন্য নয়, বরং আমি আপনাদের আমন্ত্রণ জানাই একসাথে দাঁড়াবার জন্য, সকলে মিলে হাতে হাত রেখে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, উচ্চকণ্ঠে আহ্বান জানাতে, যেমন আমরা থিয়েটারে করে অভ্যস্ত, যেন আমাদের কথাগুলো জাগিয়ে তোলে গোটা বিশ্বের বিবেক, যেন সবাই স্ব-স্ব অন্তরে সন্ধান করে মানবের হারিয়ে যাওয়া সত্তা – মুক্ত, সহনশীল, প্রেমময়, অনুভূতিপরায়ণ, নম্র ও সহমর্মী মানবতা।

আমরা যেন প্রত্যাখ্যান করি নিষ্ঠুরতা, বর্ণবিদ্বেষ, রক্তাক্ত সংঘাত, একমুখি চিন্তা ও উগ্রতা। হাজার হাজার বছর ধরে মানব হেঁটেছে এই পৃথিবীর পথে, নীল আকাশের নিচে এবং এই পরিক্রমণ অব্যাহত থাকবে। আর তাই আপনার পা থেকে মুছে ফেলুন যুদ্ধ ও রক্তাক্ত সংঘাতের কাদামাটি, মঞ্চের বাইরে তা' রেখে আসুন। তা' হলেই হয়তো আমাদের মানবতা, যা সন্দেহের কালো মেঘে ঢেকে গেছে, আবারো নিশ্চিতরূপে হয়ে উঠবে সেই প্রত্যয় যা আমাদের সত্যিকারভাবে গর্বিত করবে মানুষ হিসেবে, সকলকে একই মানবতার অংশী রূপে।

এটাই আমাদের দায়বদ্ধতা, আমরা যারা নাট্যশিল্পী, আলোকায়নের মশালবাহক, প্রথম মঞ্চে প্রথম অভিনেতার আগমনের কাল থেকে, যা কিছু অসুন্দর. রক্তাক্ত ও অমানবিক, তার মুখোমুখি দাঁড়ানো। আমরা এসব মোকাবিলা করি সেই শক্তিতে যা কিছু সুন্দর, বিশুদ্ধ ও মানবিক। আমরা, অন্য আর কেউ নয়, ধারণ করি জীবনের বিস্তার ঘটাবার শক্তি। আসুন আমরা সম্মিলিতভাবে বিস্তৃত হই আমাদের এই একটাই পৃথিবী এবং একই মানবতার জন্য।

সামিহা আইয়ুব
মিশরীয় অভিনেত্রী
ইংরেজী অনুবাদঃ হেসা আলফালাসি, ইউএই/ফুজাইরাহ সেন্টার
বাংলা অনুবাদ : মফিদুল হক

জীবন-পরিচিতি

সামিহা আইয়ুব, মিশর

কায়রো মহানগরীর উপকণ্ঠে সুবরা এলাকায় জন্মগ্রহণকারী মিশরীয় অভিনেত্রী। ১৯৫৩ সালে হায়ার ইন্সটিটিউট অব ড্রামাটিক আর্টস থেকে স্নাতক, যেখানে তাঁর শিক্ষক ছিলেন জাকি তুলাইমাত। মঞ্চে প্রায় ১৭০টি নাটকের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা, এর মধ্যে রয়েছে *রাব'আ আল-আদাবিয়া*, *সেকাত আল-সালামাহ্*, *ব্লাড অন দ্য কার্টেন্স অব কা'বা*, *আগা মেমনেন*, *দ্য ককেশিয়ান চক সার্কেল* ইত্যাদি। যদিও নাটক ছিল তাঁর শৈল্পিক কাজের মূল ক্ষেত্র, পাশাপাশি সিনেমা ও টেলিভিশনেও তাঁর অবদান রয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র-কর্মের মধ্যে রয়েছে *দি ল্যাণ্ড অব হিপোক্রাসি*, *দি ডন অব ইসলাম*, *উইথ হ্যাপিনেস*, *অ্যামাং দি রুইন্স* এবং টেলিভিশনে তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য কাজ *স্ট্রে লাইট*, *টাইম ফর রোজেজ*, *আমিরা ইন আবদিন*, *আল-মাসারোভিয়া*। তিনি বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন গামাল আবদেল নাসের ও আনোয়ার সাদাত, সিরিয় প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল-আসাদ এবং ফরাসি প্রেসিডেন্ট গিসকার্ড দেস্তাং-এর কাছ থেকে।